

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

23296 - যবে সব ওজর বা অজুহাতরে কারণে রমযানরে রযো না-রাখা বধে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: রমযানরে রযো না-রাখাকে বধেকারী অজুহাতগুলো কি কি?

প্রযি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

নঃসন্দহে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য সহজীকরণ হচ্চে, তনি শুধুমাত্র তাদরে উপর রযো রাখা ফরয করছেন যাদরে রযো রাখার সক্ষমতা আছে এবং শরযিত অনুমোদতি ওজররে ভত্িততিে রযো না-রাখাকেও বধে করছেন। যসেব শরযি ওজররে কারণে রযো না-রাখা বধে সগেলো হচ্চে:

এক: রোগ:

রোগ মানে হচ্চে, এমন সব অবস্থা যার কারণে ব্যক্তি সুস্থতার গণ্ডি থেকে বরেযিে যায়।

ইবনে কুদামা বলনে: রোগরে কারণে রযো না-রাখা বধে হওয়া মরম্বে আলমেগণরে ইজমা সংঘটতি হয়চে। দললি হচ্চে আল্লাহর বাণী: “আর তোমাদরে মধ্যযে যবে ব্যক্তি অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্য দনিগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।” [সূরা বাকারা, আযাত: ১৮৫] সালামা বনি আকওয়া (রাঃ) থেকে বরণতি তনি বলনে: যখন وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانكَبْ وَإِلَى الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَكَ إِذْ ذُكِرَتِ أَسْمَاؤُهُمْ بِالْحَدِيثِ فِي الْحَمِيمِ (অর্থ- আর যাদরে জন্য সযিাম কষ্টসাধ্য তাদরে কর্তব্য এর পরবর্ত্তে ফদিয়া দয়ো তথা একজন মসিকীনকে খাদ্য দান করা।) শীর্ষক আযাতটি নাযলি হয়, তখন আমাদরেকে এ মরম্বে ইখতযিার দয়ো হয়ছেলি যবে, যার ইচ্ছা হয় সে রযো রাখতে পারে, আর কটে রযো রাখতে না চাইলে সে ফদিয়া দবি। এরপর যখন পরবর্ত্তী আযাত: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (অর্থ- রমযান মাস, এতে কুরআন নাযলি করা হয়ছে মানুষরে হদযাতরে জন্য এবং হদযাতরে স্পষ্ট নদির্শন ও সতযাসতযরে পার্থক্যকারীরূপে। কাজহে তোমাদরে মধ্যযে যবে এ মাস পাবে সে যনে এ মাসে সযিাম পালন করে। তবে তোমাদরে কটে অসুস্থ থাকলে বা সফরে থাকলে অন্য দনিগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।) নাযলি হল, তখন ফদিয়া দযোর

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ইখতিয়ার রহতি হয়ে সুস্থ-সক্ষম লোকদের ওপর শুধুমাত্র রোযা রাখা জরুরী সাব্যস্ত হয়ে যায়। এ আয়াত পূর্ববরে আয়াতটিকে রহতি করে দেয়। সুতরাং রোযা রাখার কারণে যে অসুস্থ ব্যক্তির রোগে বড়ে যাওয়া, কথিবা আরোগ্য লাভ বলিম্বতি হওয়া কথিবা কোন অঙ্গহানি ঘটার আশংকা করে তার জন্য রোযা না-রাখা বধৈ। বরং রোযা না-রাখাই সুন্নত; রোযা রাখা মাকরুহ। কনেনা কোন কোন ক্ষতেরে রোযা রাখার পরণিত মিত্যুও হতে পারে। সুতরাং এর থেকে বঁচে থাকা আবশ্যিক। অতএব, জনে রাখুন, রোগেরে কষ্ট ব্যক্তিকে রোযা না-রাখার বধৈতা দেয়। পক্ষান্তরে, সুস্থ ব্যক্তি যদি কষ্ট ও ক্লান্তি অনুভব করেন, তদুপরি তার জন্য রোযা ভাঙা জায়যে নয়। অর্থাৎ যদি রোযা রাখার কারণে শুধু ক্লান্তির কষ্ট হয় সক্ষেত্রে।

দুই: সফর:

যে সফরে রোযা না-রাখা বধৈ সে সফরেরে ক্ষতেরে শর্ত হচ্ছ:

ক. এমন দীর্ঘ সফর হওয়া, যে সফরে নামায কসর করা যায়।

খ. সফরকালীন সময়েরে মধ্যে মুকীম হয়ে যাওয়ার সংকল্প না করা।

গ. এ সফর কোন গুনার কাজে না হওয়া। বরং জমহুর আলমেরে নকিট স্বীকৃত কোন উদ্দেশ্যে সফর করা। কনেনা, রোযা না-রাখার অনুমতি একটা রুখসত (ছাড়) ও সহজীকরণ। তাই পাপে লিপ্ত ব্যক্তি এ সুযোগে পতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ: কারণে ভ্রমণেরে ভিত্তি যদি গুনার উপর হয়; যমেন- ডাকাত করার জন্য সফর করা।

(কোন ক্ষতেরে সফরেরে অনুমোদতি রুখসত (ছাড়) প্রযোজ্য হবে না)

সর্বসম্মতক্রমে দুইটি কারণে সফর অবস্থার ছাড় প্রযোজ্য হবে না:

১। যদি মুসাফরি তার নিজ দেশে ফেরত আসে ও নিজ এলাকায় প্রবশে করে; যে এলাকায় সে স্থায়ীভাবে বসবাস করে।

২। যদি মুসাফরি ব্যক্তি কোন স্থানে সাধারণভাবে স্থায়ীভাবে থাকার নিয়ত করে, কথিবা মুকীম সাব্যস্ত হয়ে যাওয়ার মত সময়কাল অবস্থান করার নিয়ত করেনে এবং সে স্থানটি অবস্থান করার উপযুক্ত স্থান হয় তাহলে সক্ষেত্রে তনি মুকীম হয়ে যাবেনে। তখন তনি নামাযগুলো পরিপূর্ণ সংখ্যায় আদায় করবেনে, রোযা রাখবেনে; রোযা ছাড়বেনে না; যহেতে তার সফরেরে হুকুম শেষে হয়ে গেছে।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

তনি: গর্ভধারণ ও দুধ পান করানো

ফকিহ শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ আলমেগন একমত যে, গর্ভবতী ও দুগ্ধ-দানকারিণী নারীর জন্য রমযানের রোযা না-রাখা বৈধ; এই শর্তে যে তারা নিজদেরে কথিবা সন্তানদেরে অসুস্থতার কথিবা রোগ বৃদ্ধির, কথিবা কষ্টের কথিবা মৃত্যুর আশংকা করে। এই রুখসত বা ছাড়রে পক্ষদে দলিল হচ্ছো আল্লাহর বাণী: “আর যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকবে কথিবা সফরে থাকবে সে অন্য দনিগুলতে এ সংখ্যা পূর্ণ করবে।” এখানে রোগ দ্বারা যে কোন রোগ উদ্দেশ্য নয়; কেননা যে রোগের কারণে রোযা রাখতে অসুবিধা হয় না সে রোগের কারণে রোযা ভাঙার অবকাশ নাই। এখানে রোগ রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছো, যে অবস্থার পরপরিক্ষতি রোযা রাখলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। রোগ দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। এখানে এ অর্থ পাওয়া গছে। তাই এ বিষয়দ্বয় রোযা না-রাখার অবকাশের আওতায় পড়বে। আরকেট দলিল হচ্ছো আনাস বনি মালকি আল-কা’বি (রাঃ) এর হাদিস: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নশিচয় আল্লাহ মুসাফিরের উপর থেকে রোযা ও অর্ধকে নামায মওকুফ করছেন এবং গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী নারীর উপর থেকে রোযা মওকুফ করছেন। হাদিসের অন্য একট রোযায়তে المرضع أو الحامل শব্দরে পরবির্তে المرضع والحلي শব্দদ্বয় এসছে।

চার: বর্ধক্য ও জরাগ্রস্ততা:

বর্ধক্য ও জরাগ্রস্ততা নমিনোকত বিষয়গুলোকো অন্তর্ভুক্ত করবে:

জ্বরগ্রস্ত বৃদ্ধ: যার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গছে কথিবা তিনি নিজেরে মৃত্যুর উপক্রম, প্রতিদিনি কষ্ট হতে হতে তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

এমন রুগ্ন ব্যক্তি যার সুস্থতার কোন আশা নাই; তার ব্যাপারে সবাই হতাশ।

এছাড়া বয়স্ক বৃদ্ধা।

উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গেরে রোযা না-রাখার পক্ষদে দলিল হচ্ছো আল্লাহর বাণী, “আর যাদেরে জন্য সিয়াম কষ্টসাধ্য তাদেরে কর্তব্য এর পরবির্তে ফদিয়া দয়ো তথা একজন মসিকীনকে খাদ্য দান করা।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৪] ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ আয়াতে কারীমা রহিত হয়ে যায়নি। এ আয়াতে কারীমা (এর বধিান) বয়স্ক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার কষ্টেরে; যারা রোযা রাখতে পারনে না, তারা রোযার পরবির্তে প্রতিদিনি একজন মসিকীনকে খাদ্য দবিনে।

পাঁচ: কষ্ট ও তৃষ্ণার ফলে অস্বাভাবিক দুর্বলতা:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

তীব্র ক্షুধা কথিবা প্রচণ্ড তৃষ্ণা যাকে অস্বাভাবিকি দুর্বল করে ফেলেছে; সেই ব্যক্তি তার জীবন বাঁচানোর পরমিণ খাদ্য খাবে এবং সে দিনেরে অবশিষ্টাংশ উপবাস কাটাবে। আর এ রোযাটিকাযা পালন করবে।

ক্షুধা ও তৃষ্ণার অস্বাভাবিকি দুর্বলতার সাথে আলমেগণ শত্রুর সাথে সম্ভাব্য কথিবা সুনশিচতি মোকাবিলার ক্షত্রে দুর্বল হয়ে পড়াকেও অন্তর্ভুক্ত করছেন; যমেন শত্রুর দ্বারা অবরুদ্ধ হলে: যদি গাজী (যোদ্ধা) ব্যক্তি সুনশিচতিভাবে কথিবা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে যুদ্ধেরে বিষয়টি জাননে যহেতে তিনি শত্রুর মোকাবিলাতে রত রয়ছেন এবং রোযা রাখার কারণে শারীরিক দুর্বলতার আশংকা করনে; অথচ তিনি মুসাফরি নন এমতাবস্থায় তার জন্য যুদ্ধেরে পূর্বে রোযা ভেঙে ফেলো জায়যে আছে।

ছয়: জবরদস্তরি শকার:

জবরদস্ত হিচ্ছে: শাস্তরি হুমকি দেওয়ার মাধ্যমে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কোন কাজ করতে কথিবা না- করতে বাধ্য করা; য়ে ব্যাপারে সে ব্যক্তি নিজি থেকে রাজি নয়।